মেডিক্যালে ভর্তি কোটায় উত্তীর্ণ ১৯৩ জনের ফল স্থগিত

নিজস্ব ও ঢাবি প্রতিবেদক
২১ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় কোটায় উত্তীর্ণ ১৯৩ জনের ফলাফল স্থগিত করেছে সরকার। তাদের সবাইকে কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। গতকাল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. রুবীনা ইয়াসমীন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গতকাল সকালে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষায় কোটা বাতিলের দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা।

UNIBOTS

পুনরায় ফলাফল ঘোষণার দাবি জানিয়ে শিক্ষার্থীরা বলেন, সোমবারের মধ্যেই ফল বাতিল না হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। কোটা নয়, মেধার ভিত্তিতে চিকিৎসায় পেশায় যেন শিক্ষার্থীরা আসতে পারেন, সে দাবি জানান তারা। ঢামেক শিক্ষার্থী জাহিদ আহমেদ বলেন, কেউ ৭১ নম্বর পেয়েও ভর্তির সুযোগ পায়নি, অথচ আরেকজন ৪১ নম্বর পেয়েও উত্তীর্ণ হয়! অবিলম্বে এই ফলাফল বাতিল করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল প্রণীত ভর্তি নীতিমালার ৯(৩) অনুচ্ছেদে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তান এবং পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কোটার আসনে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা কেন্দ্রীয় ভর্তি

কমিটির যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুমোদনক্রমে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২৩ ও ২৬ জানুয়ারি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত প্রার্থী, ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের কোটার স্বপক্ষে সনদ বা প্রমাণসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। আর কোটায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের কোটা-সংক্রান্ত দলিলাদি ২১ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় নির্বাচিত ১৯৩ জনের ফল স্থগিত করা হয়েছে কিনা- এমন প্রশ্নে অধ্যাপক রুবীনা ইয়াসমীন গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা এই ক'দিন যাচাই-বাছাই করব। এটা আমাদের রুটিন কার্যক্রম। এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো কার্যক্রম চলবে না। এটাকে স্থগিত বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন। যাচাই-বাছাইয়ে কারও ত্রুটি ধরা পড়লে তার ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হয়ে যাবে।